দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 5 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

104

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি এমন বর্বর আচরণ কেন?

একথা সদা সত্য যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। যার শতকরা ৮০ জন মানুষই মুসলমান। আর এই দেশেই মাদ্রাসা শিক্ষাকে কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না বরং যারা মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়, তারা হয় সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত-অপমানিত। তেমনি মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাদ্রাসার ছাত্ররা অনার্স ভর্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তি হতে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকগণ তাদেরকে তিরস্কার করেন, এমনকি পূর্ব ঘোষিত শর্ত ছাড়াই তাদেরকে পাঁচটি বিভাগে ভর্তি করা হবে না বলে ঘোষণা দেন। এর আগে মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে বাংলা বিভাগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন আরো নতুন করে ৫টি বিভাগ ইংরেজী, অর্থনীতি, গণযোগাযোগ ও সংবাদিকতা, সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভর্তি করা হচ্ছে না। অথচ তারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বুকভরা সোনালী স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জ্ঞান-পিপাসু মাদ্রাসা ছাত্রদের সেই সোনালী স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছেন, তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছেন। মূলত মাদ্রাসায় পড়ার অপরাধেই তাদের প্রতি এমন আচরণ করা হচ্ছে। আজ দেশের ১২ কোটি মানুষের নিকট আমাদের প্রশ্ন, মাদ্রাসার ছাত্ররা কি এদেশের নাগরিক নয়? কেন আজ মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রতি এমন বর্বর আচরণ?

পরিশেষে বলব, মাদ্রাসার ছাত্রদের মেধাহীন ভাববেন না, মেধা আছে বলেই মেধা লড়াইয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রতি বর্বর আচরণ পরিহার করে, জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রদের বুকভরা সোনালী স্বপ্ন পূরণার্থে তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি।

—মুঃ জিয়াউর রহমান বিন গফুর
গ্রাম- উত্তর ছুপুয়া,
পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,
থানা- চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।